রাজনীতিতে বিদেশী এনজিও

আমাদের রাজনীতিবিদরা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভালোই মেতে থাকেন। হাসিনা খালেদাকে কিংবা খালেদা হাসিনাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেন না। তাদেরকে এক টেবিলে বসানোর জন্য আসতে হয় আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্টকে। এভাবেই আমাদের রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত ছোট করছেন বিদেশীদের কাছে। শেখ হাসিনা সম্প্রতি একটি এনজিও'র সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার শিক্ষা দিবে এনজিওটি। বিএনপি, জামাতের সঙ্গে এনজিওটির চুক্তি আছে। এখান থেকেই বোঝা যায় আমাদের রাজনীতিকরা কতটা রাজনীতি বোঝেন... লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পার্টির কার্যক্রমের উন্নতিবিধানের জন্য ওয়াশিংটন ভিত্তিক এনজিও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন বা এনডিআই'র সঙ্গে একটা চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এবারের ওয়াশিংটন সফরের সময় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো আওয়ামী লীগের এক ফ্যাক্সবার্তায় এ খবর জানানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি এনজিও'র সঙ্গে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের এ ধরনের একটি চুক্তি দেশের চিন্তাশীল মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এ খবর পাওয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না। দলীয় সভানেত্রী এ ধরনের কোনো চুক্তি করে থাকলে তা দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নিশ্চয়ই তিনি অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। তখন নেতারা বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃত্ব যে এ ধরনের চুক্তিতে সন্তুষ্ট নন তা তাদের কথায় প্রকাশ পেয়েছে। তারা মনে করছেন, এটা আওয়ামী লীগের মতো একটা দলের পক্ষে কেবল অনুচিতই হয়নি, অপমানকরও। কারণ আওয়ামী লীগের মতো একটি দল, যে দল পাকিস্তান আমলের সমস্ত সময় জুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে, যে দলের প্রতিষ্ঠায় ছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদের মতো ব্যক্তিরা; যে দল মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছে, যে দল দুই দুইবার ক্ষমতায় ছিল, তাদের কি প্রয়োজন পড়ল মাত্র দেড় দশক আগে প্রতিষ্ঠিত একটি এনজিওর কাছ থেকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা শিক্ষার। আওয়ামী লীগ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলছে দলীয় কার্যক্রমের কাঠামো উন্নয়ন, দলের তহবিল সংগ্রহ, সদস্য রিক্রুটমেন্টসহ বিভিন্ন কাজে এনডিআই আওয়ামী লীগকে সহায়তা প্রদান করবে। এই কাজগুলো যে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কাজ। আর আওয়ামী লীগের মতো দল নিজে এ ব্যাপারে এত অভিজ্ঞ তারা নিজেরা বরং অন্যদের সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানদান করতে পারে।

> যে দল মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছে, যে দল দুই দুইবার ক্ষমতায় ছিল, তাদের কি প্রয়োজন পড়ল মাত্র দেড় দশক আগে প্রতিষ্ঠিত একটি এনজিওর কাছ থেকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা শিক্ষার

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক নতুন নয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এসব প্রটোকলে দলগুলো পরস্পর প্রতিনিধিদল বিনিময়, অভিজ্ঞতা বিনিময়, এমনকি পার্টি স্কুলিং-এ যোগদান প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো ছিল একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অপর দেশের রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক। এতে এসব দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধি পেত। তবে এ সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরকে প্রভাবিত করার অভিযোগও রয়েছে।

কিন্তু এনডিআই কোনো রাজনৈতিক দল নয়। একেবারেই একটি বেসরকারি সংগঠন (এনজিও)। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে আসতে সহযোগিতা করার জন্য ওয়াশিংটনভিত্তিক এই আন্তর্জাতিক এনজিও'র প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূলত গণতন্ত্রের

পথে যাত্রাকারী এসব দেশের রাজনৈতিক অবকাঠামোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে রক্ষা করা এবং তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এনডিআই শুরু থেকেই তৎপর থেকেছে। বাংলাদেশেও এনডিআই'র আগমন এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের সময়। একটি সামরিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে এনডিআই সে সময় রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে এনডিআই'র প্রথম প্রধান কাজ ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও তার উন্নয়ন। একানব্বই-পরবর্তীতে এনডিআই নির্বাচন ছাড়াও সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন উত্তর সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য তাদের পরামর্শ ইত্যাদি দেয়ার চেষ্টা নেয়। কিন্তু বাংলাদেশে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা অবস্থিতির কারণে এনডিআই তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে এখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এ দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের ব্যাপারে কিছু স্থানীয় এনজিওকে ফান্ড প্রদান, তাদের সঙ্গে যৌথ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাড়া এনডিআই বাংলাদেশে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এনডিআই'র বাংলাদেশে এসব কার্যক্রমের মধ্যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও সংসদ সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে সফর এবং সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা অন্যতম ছিল।

কিন্তু নব্বই-পরবর্তীতে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনো দৃঢ় ভিত্তি নিতে ব্যর্থ হয়। মূল দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র শত্রুতামূলক পরস্পরবিরোধী অবস্থান এ দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যত অচল করে দিয়েছে। রাজনীতিতে অপরাজনীতির ধারা রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মূলত সন্ত্রাস ও অর্থের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়েছে। ফলে গত এক দশকে এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো বিকাশ হয়নি। দলগুলো গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। দলের আদর্শ, নিষ্ঠা, ত্যাগী কর্মী বাহিনী সবকিছুই ক্রমাগত অনুপস্থিত হয়ে গেছে। দেশের মতো দলগুলোও হয়ে পড়েছে বিদেশমুখাপেক্ষী। বিএনপি বিরোধী দলে থাকার সময় যেমন তেমনি আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গিয়ে বিদেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুগ্রহ পাবার জন্য এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এজন্য লবিস্ট নিয়োগেও তারা কার্পণ্য করছে না। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ঘন ঘন যুক্তরাষ্ট্র সফর এই আলোকে দেখলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে এনডিআই'র চুক্তি আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক এই রাজনৈতিক চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি।

এনডিআই অবশ্য কেবল আওয়ামী লীগের সঙ্গেই এ ধরনের চুক্তি করেনি, বাংলাদেশের অপর দুইটি রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও তাদের এ ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকার সময় এনডিআই বিএনপিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকার জন্য নানা ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছে। জানা গেছে, বিএনপি'র নির্বাচনী প্রচার ম্যাটেরিয়াল তৈরি করার ব্যাপারেও এনডিআই'র পরামর্শ সহায়তা ছাড়াও অন্য সহায়তাও ছিল।

বিএনপি ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনকে শক্তিশালী করা, তাদের কর্মীদের ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারেও এনডিআই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। অক্টোবর নির্বাচনের পূর্বে এনডিআই'র প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী বাহিনীর প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, তাদের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে। বরিশালে এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির থেকে জামায়াত ও শিবিরের ঐ জেলার নেতৃস্থানীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বেশিদিন আটক রাখতে পারেনি। এনডিআই জামায়াত কর্মীদের মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তারা এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তাকে দিয়েও সরকারের ওপর চাপ দেয়। এনডিআই'র সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক এখন খুবই নিবিড়।

এনডিআই এখন জাতীয় পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। তবে জাতীয় পার্টির কোন অংশের সঙ্গে তারা এই সম্পর্ক করবে সেটা স্থির করতে পারছে না। জাতীয় পার্টির সঙ্গে এনডিআই'র এই আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে এ দেশে ক্ষমতার রাজনীতিতে এনডিএ তাদের উপস্থিতি পূর্ণ করবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশী এনজিও'র উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই এনজিও'র সম্পর্ক রাজনীতিতে নতুন কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার বিষয়। তবে এই সম্পর্ক যে দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না সেটা এখনই বলে দেয়া যায়।

এরই নাম স্বচ্ছতা!

স্বচ্ছতা। জবাবদিহিতা। নিয়মানুবর্তিতা। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বক্তৃতা-বিবৃতিতে একেবারে নিয়ম করে উপরোক্ত তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতেন। বলতেন, ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ যেসব অনিয়ম করেছে তার ধারেকাছেও যাবেন না তারা। বরং সবকিছু চলবে নিয়মমাফিক।

দেশের সাধারণ মানুষ বড্ড সহজ-সরল। তারা বিশ্বাস করলেন। ক্ষমতায় এলো বিএনপি-জামায়াত এবং সঙ্গীরা। শুরু হলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পালা। বিএনপি বলেছিল তারা স্বজনপ্রীতি করবে না। অনিয়মের পথে যাবে না। আসলে কী তারা সেই ওয়াদা রক্ষা করতে পারছে? না কি করছে? রাজধানীর বেশিরভাগ সরকারি কলেজে একাধিক জ্যেষ্ঠ অধ্যাপককে ডিঙ্গিয়ে অধ্যাপক-উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বিস্ময়কর হচ্ছে, এসব অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের সবাই মন্ত্রী, সরকারি দলের সাংসদ ও সচিবদের স্ত্রী, আত্মীয় পরিজন।

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মন্ত্রী-সাংসদ-সচিবদের স্ত্রী-আত্মীয়রা অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হতে পারবেন না এমন কোনো কথা তো নেই। প্রশ্নটা যদি ওঠে সেটা হবে খুবই সঙ্গত। সত্যিই তো মন্ত্রী-সাংসদ- সচিবের আত্মীয় হলে তার অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হতে বাধা তো কিছু নেই। কিন্তু তিনি যদি হন অপেক্ষাকৃত জুনিয়র, একাধিক সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে যদি তাকে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে বসানো হয় তাহলে সেটা কী অনিয়ম হবে না? হবে । আর তাইতো এ ক্ষেত্রেও নানা সমালোচনা হচ্ছে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে এ নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিও হয়েছে। চাকরি রক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে অনেকেই এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকলেও বেশ কয়েকজন অধ্যাপক জুনিয়রের অধীনে

চাকরি করার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করেছেন। এরকম একজন অধ্যাপক হচ্ছেন কফিলউদ্দিন আহমেদ। জানা গেছে, তিনি তার কলেজের অধ্যক্ষের (জগন্নাথ কলেজ) চেয়ে অন্তত ৪ বছরের সিনিয়র। পাশাপাশি তার আরেকটি পরিচয় হলো তিনি বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি। আর এ পরিচয়ের কারণে অন্যদের তুলনায় তার পরিচিতিও যথেষ্ট। স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার জন্য আবেদনের কারণ জানতে চাইলে সাপ্তাহিক ২০০০কে তিনি বলেন, 'জুনিয়রের অধীনে কাজ করাটা আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের জন্য ভীষণ বিব্রতকর। তাই আর্থিক ক্ষতি হবে জেনেও স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার আবেদন করেছি। এটা আসলে আমার প্রতীকী প্রতিবাদ।' অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা অনেকেই প্রতিবাদ করতে চাই। নানা কারণে পারি না। সমিতির সভাপতি হিসেবে সে দায়িত্বটা আমি নিয়েছি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক আয়েশা শিরিন রহমানকে। তিনি স্বাস্থ্য সচিব ফজলুর রহমানের স্ত্রী। আয়েশা শিরিন রহমান অধ্যাপক হয়েছেন ২০০১ সালের ১৬ এপ্রিল। অথচ অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমেদসহ ৩/৪ বছর আগে অধ্যাপক হয়েছেন এ রকম বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ওই কলেজে কর্মরত রয়েছেন। এখানে উপাধ্যক্ষ (দিবা) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সৈয়দা হাসিনা খাতুন। যিনি অধ্যক্ষ শিরিন রহমানের বান্ধবী বলে পরিচিত। আর তাদের উভয়ের বাড়ি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায়। সৈয়দা হাসিনা খাতুনও যথারীতি একাধিক সিনিয়র অধ্যাপকে ডিঙ্গিয়ে ওই পদে বসেছেন।

তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগে নজিরবিহীন স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাংসদ কে এম ওবায়দুর রহমানের স্ত্রী অধ্যাপিকা শাহেদা ওবায়েদ। বিস্ময়কর হচ্ছে, তিনি একই কলেজের উপাধ্যক্ষ মমতাজ বেগমের চেয়ে অধ্যাপিকা হিসেবে ছয় বছরের জুনিয়র। জানা গেছে, শাহেদা ওবায়েদ অধ্যাপিকা পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ সালের ১৭ জানুয়ারি। আর মমতাজ বেগম অধ্যাপিকা পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ১৯৯৬-এর ১৪ মার্চ।

বাংলা কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহানের স্ত্রী ফিরোজা বেগম। ইডেন

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেয়েছেন কবীরউদ্দিন আহমেদ। কিন্তু তার চেয়েও সিনিয়র অধ্যাপক উপলকান্তি চৌধুরী ওই কলেজে কর্মরত আছেন। অথচ উপলকান্তি চৌধুরী যখন জাতীয় পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্যক্রম বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন তার অধীনেই সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন কবীরউদ্দিন আহমেদ

কলেজের অধ্যক্ষের পদ পেয়েছেন ২০০১-এর ১৬ এপ্রিল অধ্যাপক হওয়া পাটমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী দিলারা হাফিজ। একই কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ পেয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জুনাইদের স্ত্রী কামরুন নাহার। বদরুন্নেছা কলেজের অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হয়েছে সরকারদলীয় সাংসদ সারওয়ার জামাল নিজামের বোন লুৎফুন্নাহার নিজামকে। আর এ কারণে তার চেয়ে অনেক সিনিয়র সাবেক অধ্যক্ষ শেফালী মাহবুবকে রাজধানীর বাইরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি কলেজে বদলি করা হয়েছে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেয়েছেন কবীরউদ্দিন আহমেদ। কিন্তু তার চেয়েও সিনিয়র অধ্যাপক উপলকান্তি চৌধুরী ওই কলেজে কর্মরত আছেন। অথচ উপলকান্তি চৌধুরী যখন জাতীয় পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্যক্রম বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন তার অধীনেই সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন কবীরউদ্দিন আহমেদ। এখানকার উপাধ্যক্ষ পদে আছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার স্ত্রী মরিয়ম বেগম। অথচ অধ্যাপক আলতাফুন্নেছাসহ মরিয়ম বেগমের চেয়ে ৪/৫ বছরের সিনিয়র অধ্যাপক সেখানে কর্মরত আছেন।

কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ পদে আছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ('৯১-'৯৬) সচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার বোন মিনুফার চৌধুরী। এখানকার উপাধ্যক্ষ বেগম সেলিনা খালেক '৯৮ সালে অধ্যাপিকা পদে সরাসরি পিএসসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। আর নিয়মানুযায়ী তার ৫ বছর সরাসরি শিক্ষকতায় জড়িত থাকার কথা। একইভাবে সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষের পদ পেয়েছেন জয়নব আখতার বানু। আর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ সুরাইয়া বেগমের অন্যতম যোগ্যতা হিসেবে কাজ করেছে তার বাড়ি একটি বিশেষ জেলায়।

এভাবে মন্ত্রী, সাংসদ, সচিবদের আত্মীয়-স্বজনকে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগদানের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুককে জিজ্ঞাসা করা হলে ২০০০কে তিনি বলেন, আত্মীয়স্বজন হওয়াটা তো দোষের কিছু নয়। সরকার যোগ্যদেরই নিয়োগ দিয়েছে। সিনিয়রদের ডিঙ্গিয়ে জুনিয়রদের ওই পদে নিয়োগের কারণ কী? শিক্ষামন্ত্রী এর জবাবে বলেন, এটা বেশ আগের বিষয়। ফাইল না দেখে কিছু বলা যাবে না।

এ ব্যাপারে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলাটা দুঃখজনক। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে হ-য-ব-র-ল তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ পদে অবশ্যই স্বচ্ছতা থাকা দরকার।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নিয়োগে প্রচলিত নিয়ম হলো সবচেয়ে সিনিয়র অধ্যাপক ওই পদে নিয়োগ পাবেন। তবে কেউ দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে পরবর্তী সিনিয়র অধ্যাপককে সে দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু উল্লিখিত কোনো কলেজেই একজন সিনিয়র অধ্যাপকও দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেননি।

প্রসঙ্গত, এভাবে নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ ৬ জানুয়ারি শিক্ষা সচিব ও ১৮ মার্চ শিক্ষামন্ত্রীকে জানান। তারা এর প্রতিবাদ করলে মন্ত্রী, সচিব বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দেন। এরপর আর কিছুই হয়নি। এ প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি কফিলউদ্দিন আহমেদ বলেন, সিনিয়রিটি উপেক্ষা করে এভাবে ঢালাও অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দুঃখজনক। এতে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে।

সব মিলিয়ে ঢাকার সরকারি কলেজের প্রশাসনিক পদে এই যে চরম স্বজনপ্রীতি এর কী কোনো প্রতিকার আছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এতোদিন ধরে যে কমিটমেন্ট করে আসছেন এটা কী তার বরখেলাপ নয়? হতাশা গ্রস্ত শিক্ষকরা কী কাজে মনোযোগী হতে পারেন?

ইকবাল মাহমুদ